Radio Serial Script No. 44: Migration, growth of cities around the world, problems, access to shelter to all.

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপঃ সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম – এর পক্ষে

সত্যব্রত রায় বর্ধন

শ্রুতি নাটকটির কুশীলব

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত – স্টেশনমাস্টার, বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, সৎ মানুষ।
কৃষ্ণা দত্ত – বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী, বয়স বছর চল্লিশ, নিরীহ টাইপের মানুষ, হাঁটুর ব্যথায় বিপর্যস্ত।
অংশুমান দত্ত – বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র, কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র।
সাবিত্রী – বীরেন্দ্রনাথের নতুন গৃহ-পরিচারিকা, বয়স ত্রিশের কাছে।
মহসীন খান – সুভদ্র, পরোপকারী, বয়স বছর ষাট, ব্যবসায়ী, স্থানীয় বাজারে বিশাল কাপড়ের দোকান।
অধ্যাপক সুশান্ত রুদ্র – স্থানীয় কলেজে ভূগোলের অধ্যাপক, নতুন এসেছেন, আজ প্রথম ক্লাস, বয়স বছর চল্লিশ।
কাকলী মণ্ডল - স্থানীয় কলেজে ভূগোল অনার্সের ছাত্রী।
বিশাখা দাঁ - স্থানীয় কলেজে ভূগোল অনার্সের ছাত্রী।
অনিমেষ মিশ্র - স্থানীয় কলেজে ভূগোল অনার্সের ছাত্র।
অখিলেশ মহান্তি – স্থানীয় থানার মেজবাবু (সাব-ইন্সপেক্টার),বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, ঘুষ খান না।

[প্রযোজকের জন্যঃ পশ্চিমবঙ্গে কোন একটি রেল-স্টেশন-শহর। সারাদিনে চারটি ট্রেন যায়, চারটি আসে। বাংলাদেশ সীমান্ত মাইল দশ দূরে। ফলে, অস্বীকৃত পথে ও অর্থ বিনিময়ে সহজে এপারওপার আসাযাওয়া চলে। আইন মেনে ব্যবসা ও চোরাচালান, দুইটি কারণেই সমৃদ্ধ আধা-শহর। মোটামুটি ভালো একটি কলেজ এবং তিনটি স্কুল আছে]

ঋণ স্বীকারঃ নাটকে ব্যবহৃত কবিতাটি লিখেছেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কাব্যগ্রন্থঃ পুব-পশ্চিম, কবিতাঃ উদ্বাস্তু ।

খণ্ড – এক

[সকাল আটটা-সাড়ে আটটা। স্টেশনমাস্টার বীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র রেল কোয়ার্টার। পুত্র অংশুমান। কলেজের নবীনবরণ উৎসবে আবৃত্তি করবে, তাই অনুশীলন করছে। বীরেন্দ্রনাথ বাজার করে ফিরছেন।]

(অংশুমান আবৃত্তি অনুশীলন করছে। নেপথ্যে উপযুক্ত সুর)

ভূষণ পাল গোটা পরিবারটাকে ঝড়ের মত নাড়া দিলে। / কত দূর দিগন্তের পথ – / এখান থেকে নৌকো করে ষ্টীমার ঘাট
সেখান থেকে রেলস্টেশন- / কী মজা, আজ প্রথম রেলে চাপবি, ট্রেনে করে চেকপোস্ট, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে-পায়ে হেঁটে-পায়ে হেঁটে– / ছোট ছেলেটা ঘুমমোছা চোখে জিজ্ঞেস করলে / সেখান থেকে কোথায় বাবা? / কোথায় আবার! আমাদের নিজের দেশে।

(নেপথ্যের সুর একটু জোরে হয়ে কমে যাবে এবং অংশুমানের আবৃত্তি শোনা যাবে)

হিজল গাছের ফুল টুপ টুপ করে এখনো পড়ছে জলের উপর, / বলছে, যাবে কোথায়? / তারপর একটু দূরেই মাঠে কালো মেঘের মত ধান হয়েছে- / লক্ষ্মীবিলাস ধান- / সোনা রঙ ধরবে বলে। তারও এক প্রশ্ন – যাবে কোথায়? / আরো দূরে ছলছলাৎ পাগলী নদীর ঢেউ / তাঁর উপরে চলেছে ভেসে পাল তোলা ডিঙি ময়ূরপঙ্খি, / বলছে, আমাদের ফেলে যাবে কোথায়? / আমরা কি তোমার গত জন্মের বন্ধু? / এ জন্মের কেউ নই? স্বজন নই?

(কলিং বেল বাজবে)

কৃষ্ণাঃ (ভেতর বাড়ি থেকে) অংশু দেখ তো কে। তোর বাবা এলো বোধ হয়।

(আরেকবার কলিং বেল বাজবে)

অংশুমানঃ খুলছি, খুলছি।

(দরজা খোলার শব্দ। বীরেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

বীরেন্দ্রনাথঃ বাজারটা মাকে দে। একটু খাবার জল আনবি।

(জলের গ্লাস হাতে সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রীঃ জল।
বীরেন্দ্রনাথঃ (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) তু তুমি কে?

(কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণাঃ শোন, মহসীনভাই একে পাঠিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে। এই তোর নাম বল দাদাকে।
সাবিত্রীঃ (নিচুস্বরে) সাবিত্তি।।
বীরেন্দ্রনাথঃ (চমকে উঠে) কী কী নাম?
সাবিত্রীঃ সাবিত্তি। আমার নাম সাবিত্তি।
কৃষ্ণাঃ শোন না, আসলে -
বীরেন্দ্রনাথঃ (কৃষ্ণা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন) তুমি থামো। (সাবিত্রীকে) এই মেয়ে তোমার বাড়ি কোথায়? স্বামীর নাম কি?

সাবিত্রীঃ সাতজেলিয়া। সুন্দরবন। সোয়ামীরে মহসীনভাই চিনেন।

বীরেন্দ্রনাথঃ (একটু অসন্তুষ্ট হয়ে) মহসীনভাই চেনেন তা তো বুঝলাম। তোমার সোয়ামীরে তুমি চেনো না!

কৃষ্ণাঃ কী মুশকিল, সধবা মেয়েমানুষ, স্বামীর নাম বলা যায় নাকি?

বীরেন্দ্রনাথঃ (কৃষ্ণাকে) তুমি একটু চুপ করবে? (সাবিত্রীকে) শোন মেয়ে দিনকাল ভালো না। স্বামীর নাম মুখে আনব না, এসব আজকাল কেউ মানে না।

সাবিত্রীঃ কালী মণ্ডল।

বীরেন্দ্রনাথঃ সে কোথায়? কি করে?

সাবিত্রীঃ এল লাইনের ওপারে বাজারের কাছে মোরা থাকি। সে রিসকা চালায়।

বীরেন্দ্রনাথঃ সেখানে কতো দিন আছো?

(বীরেন্দ্রনাথের মোবাইল ফোন বাজল।)

বীরেন্দ্রনাথঃ হ্যাঁ, বলুন মহসীনভাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরে তার সাথেই তো কথা বলছি – আয়লার সময়? – সে তো অনেকদিন আগেকার কথা – না যাই নি – গোসাবা অব্দি আমার দৌড় – রাঙ্গাবেলিয়ার দিকে সাতজেলিয়া? – না জানিনা - এটা জানি ওপার বাংলা থেকে, বিশেষ করে সাতক্ষীরার দিক থেকে মাইগ্রেশন হয়েছে – সন্ধেবেলা আসছেন? – আসুন আসুন, আপ এক্সপ্রেসটা পাস করিয়েই ফিরব আমি – ঠিক - ঠিক আছে – ছাড়লাম।

(মোবাইল ফোন বন্ধ করে বীরেন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থাকেন)

কৃষ্ণাঃ মহসীনভাই সন্ধেবেলা আসবেন? (একটু অপেক্ষা করে) তোমার আবার কি হল? কোথা বলছ না কেন? সাবিত্রী তুই ভেতরে যা। বাজারটা গুছিয়ে তোল। দাদা কাটা মাছ এনে থাকলে ধুয়ে রাখ, আর ছোট হলে কুটে ফেল। আমি আসছি।

(সাবিত্রী ভেতরে গেল)

বীরেন্দ্রনাথঃ (যেন ঘুম থেকে উঠলেন) হ্যাঁ, কি বলছিলে যেন? ভালো কথা, তোমার সেই মীরাতুন বিবির কোন খোঁজ পেলে?

কৃষ্ণাঃ (কপট ক্রোধে) তোমার সেই এক খোঁচা, মীরাতুন বিবি। মীরাতুন বিবি না, ওর নাম মীরা। মীরা বর্মণ। (হঠাৎ মনে পড়তে) অংশু, এই অংশু তোর কলেজ আছে না? স্নান করতে যা।

(অংশুমান এই ঘরে এসেছে)

অংশুমানঃ দাঁড়াও, দাঁড়াও মা। তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না, আজ দেরী করে যাব কাল বললাম না। মহসীনকাকু যে সেদিন বললেন মীরাদির আসল নাম মরিয়ম বিবি! বাবা কেসটা কি বলত?

বীরেন্দ্রনাথঃ বিষয়টা বেশ গোলমেলে। মীরার আসল নাম মরিয়ম বিবি এটা প্রমাণিত। নাম ভাঁড়িয়ে এক বছরের ওপর আমাদের বাড়িতে কাজ করছিল।

অংশুমানঃ সেতো আমি জানি, মহসীনকাকু যেদিন খবরটা দিলেন মীরাদি প্রথমে ভয় পেয়েছিল। মাকে বারবার বলছিল পুলিশ না ডাকতে। তারপর খুব কাঁদল হাউ হাউ করে।

বীরেন্দ্রনাথঃ তোর মা-ও কম কাঁদে নি সেদিন। আমার মা মীরাতুন খাতুন বলে একটা মেয়ের সাথে সই পাতিয়েছিল। আমি সেই মীরা মাসীর কথা মনে করে এই মীরাকে মীরাতুন বলে ডাকতাম। তবে গোলমাল আরও আছে।

কৃষ্ণাঃ কই তুমি তো আমাকে বল নি! কি সেই গোলমাল?

বীরেন্দ্রনাথঃ আরে ছাই আমিই কি জানতাম এতো! দেশ ভাগ হল ১৯৪৭এ। তখন ভারতের কুচবিহার জেলায়, আরও অন্য জেলাতে, বেশ কিছু জায়গা থেকে যায়। যেগুলো পুব পাকিস্থানের সম্পত্তি। এগুলোকে বলা হত মহাল।

অংশুমানঃ এগুলোই কি ছিটমহল?

বীরেন্দ্রনাথঃ ঠিক। তেমনি পুব পাকিস্থানের মধ্যেও, ভারতের অনেক সম্পত্তি বা ছিটমহল থেকে যায়। প্রধানত রংপুর জেলাতে।

অংশুমানঃ বেশ মিল মিশ কারবার!

বীরেন্দ্রনাথঃ এই ছিটমহলে যাঁরা বাস করতেন, পুব পাকিস্থান সরকার তাঁদের লেখাপড়ার, হাসপাতালের সুবিধে, পুলিশ শাসনের, আইন-আদালতের সুবিধে দিতে পারতেন না। কারণ তাঁরা ভারতীয় নাগরিক।

অংশুমানঃ সেকী! পুব পাকিস্থানের বা এখন বাংলাদেশের ছিটমহলে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা তো বাংলাদেশের নাগরিক। ভারত সরকার তাঁদের ঐসব সুবিধে দেন? দিতে পারেন?

বীরেন্দ্রনাথঃ না, দিতে পারতেন না, এখন, এই দুই এক বছর হল পারেন।

অংশুমানঃ কীভাবে পারেন? কারণটা কি?

বীরেন্দ্রনাথঃ কারণ দুই এক বছর হল ভারত আর বাংলাদেশ চুক্তি করে সম্পত্তি বা ছিটমহল বিনিময় করে নিয়েছে। বাংলাদেশের মধ্যে ভারতীয় ছিটমহলে যে ভারতীয় নাগরিকরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা ভারতে আসতে চেয়েছেন এসে গিয়েছেন।

অংশুমানঃ উল্টোদিকে ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ছিটমহলে বাংলাদেশী নাগরিকরা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বাংলাদেশে যেতে চেয়েছেন চলে গিয়েছেন।

বীরেন্দ্রনাথঃ একদম ঠিক। গোলমাল তার আগে। সেটা শোন।

কৃষ্ণাঃ শোন, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি স্নানে যাও। অংশু তোকে একটু টিফিন করে দিই?

বীরেন্দ্রনাথঃ বাজারে পরমেশবাবুর সাথে দেখা হয়েছিলো। আমাকে একবার থানাতে বড়বাবুর সাথে দেখা করতে হবে। কাজ আছে। পরমেশবাবু সামলাবেন এবেলাটা।

অংশুমানঃ শুধু দুই পিস্ টোস্ট দাও মা। মাখন ছাড়া।

(কৃষ্ণা রান্না ঘরের দিকে গেল।)

বীরেন্দ্রনাথঃ অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, যে ধর্মেরই হোক, সে চায় শান্তি। মাথার ওপর একটা ছাদ, পেট পুরে দুটো খাবার, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার, অসুখ-বিসুখ হলে একটু চিকিৎসার সুযোগ। মুশকিল হোল রাজনৈতিক প্যাঁচে এটুকু পাচ্ছিল না, কি ভারতের, কি বাংলাদেশের ছিটমহলে বাস করা মানুষগুলো। ফলে স্রেফ বাঁচার তাগিদে অনেকেই বার হয়ে গেল।

অংশুমানঃ বা বলা যায় বার হয়ে এলো।

বীরেন্দ্রনাথঃ তা বলা যায়। মীরা, মীরাতুন, মরিয়ম বিবি যা-ই ওর নাম হোক, সে ঐ বাঁচার তাগিদে বার হয়ে আসা সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন। আমাদের বাড়িতে আমরা একটি মুসলমান মেয়ে দেখছি।

অন্য কোথাও, অন্য কারো বাড়িতে একটি হিন্দু মেয়ে এই একই পরিস্থিতিতে মুসলমানি নাম নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা হয়ত করছে।

অংশুমানঃ ঠিক বাবা। একদম ঠিক। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর আলিপুর দুয়ারে ছোট কাকার কাছে আমি আর মা গেলাম। তোমার মনে আছে?

বীরেন্দ্রনাথঃ আমি গিয়ে তোদের নিয়ে এলাম, সেবারের কথা বলছিস তো না কি?

অংশুমানঃ হ্যাঁ বাবা। অত বড় জংশন স্টেশন। ছোট কাকারা কিন্তু গিয়েই কোয়ার্টার পায় নি। ভাড়া বাড়িতে থাকত। সক্ত আর মিনুকে এক দিদি বাড়িতে এসে পড়াতেন।

বীরেন্দ্রনাথঃ দেখেছিলাম যখন তোদের আনতে গেলাম।

অংশুমানঃ তিনি ঐ রকম বাংলাদেশে ভারতের ছিটমহলের লোক। কাকীমা বলেছিল মাকে। মাকে জিজ্ঞাসা করো।

বীরেন্দ্রনাথঃ জানি। বিশু মেয়েটির বাবার সাথেও আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো।

অংশুমানঃ তাই? তো কি বললেন?

বীরেন্দ্রনাথঃ কি সাম দেবনাথ যেন। রংপুর জেলার মধ্যে বিজনী নামে এক ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দা। তামাক পাতার ব্যবসা করতেন। কথা শুনে মনে হয়েছিল সেটি সেখানে বজায় আছে। স্বীকার করলেন না যদিও। আর খুব সম্ভবত উনি হিন্দু নন ।

অংশুমানঃ কেন কেন?

বীরেন্দ্রনাথঃ ঠিক জানিনা, মনে হয় সোজা পথে ভারতে আসেন নি বা আসতে পারেন নি। ফলে সবটা খুলে বলেন না।

অংশুমানঃ আর কি বললেন?

বীরেন্দ্রনাথঃ তখন ছিটমহল বিনিময়ের কথা নিয়ে বাজার গরম। একদিন বিশুর সামনেই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

অংশুমানঃ কি বললেন ভদ্রলোক?

বীরেন্দ্রনাথঃ বললেন, দেখুন স্যার বিনিময় হলেও অনেক হিন্দু আসবে না। বিজনী থেকেই আসবে না। দু'দশটা ফ্যামিলি হয়ত আসবে।

অংশুমানঃ কেন, কেন আসবে না?

বীরেন্দ্রনাথঃ একটু আগে বললাম না, মাথার ওপর ছাদ, পেট পুরে দু'বেলা খাবার, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার, অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার সুযোগ আর সেই সাথে চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা, ব্যস্। দেবনাথবাবুরই কথা।

অংশুমানঃ হিন্দু মুসলিম কনফ্লিট?

বীরেন্দ্রনাথঃ একদম নেই বললে মিথ্যে। পুরোমাত্রায় আছে বললে পুরোটা বলা হল না। দেবনাথবাবুর কথায়, দশটা ত্যাঁদড় স্যার সর্বত্র থাকে, সেখানেও আছে। আমার বিশ্বাস বুঝলি অংশু, জমিজমা লুঠতে করিম মিয়াঁ যতটা চায়, ভীম মণ্ডল তাঁর চাইতে কম চায় না।

অংশুমানঃ তুমি বলেছিলে না মহসীনকাকা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরশাদের পরিচিত।

বীরেন্দ্রনাথঃ না না, এই দেবনাথবাবু বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরশাদ ওঁর পরিচিত। প্রেসিডেন্ট এরশাদ নাকি রংপুরের লোক।

অংশুমানঃ তাহলে তো খুব ভালো, আরও সোজা। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বললেই তো হতো।

(কৃষ্ণার কন্ঠস্বর রান্না ঘর থেকে ভেসে এল।)

কৃষ্ণাঃ (নেপথ্যে) কী হোল, তোমরা যাবে না? এই অংশু টেবিলে তোর খাবার, খেয়ে নে। বাবাকে বল স্নানে যেতে।

অংশুমানঃ (আওয়াজ তুলে) যাচ্ছি মা। (গলা নামিয়ে) বাবা তুমি যাও, মা কিন্তু এরপর খেপচুরিয়াস হয়ে যাবে।

বীরেন্দ্রনাথঃ প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে নাকি হিন্দু মুসলমান মিলে দেখা করে বলেছিল। কিছু করেন নি। আসলে মাইগ্রেশনের সমস্যা, তা সে হিন্দুর হোক বা মুসলমানের হোক, সে সময়ের রাজনীতিতে পাত্তা পায়নি। যা খেয়ে নে, আমিও যাই।

(নেপথ্যে উপযুক্ত সুর)

খণ্ড – দুই

[কলেজের ক্লাসরুম। ভূগোল অনার্সের। গোটা পঁচিশ ছাত্রছাত্রী। অধ্যাপক সুশান্ত রুদ্র, নতুন এসেছেন, আজ প্রথম ক্লাস]

অধ্যাপকঃ (একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে) আমরা আজ মাইগ্রেশন কি ও কেন তা নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে একটা ছোট তালিকা বা লিস্ট মতো বোর্ডে লিখে নিলে আলোচনা করতে এবং বুঝতে সুবিধে হবে।

(অধ্যাপক ব্ল্যাকবোর্ডের লিখছেন দ্রুত। পেছনে মেঝেতে বেশ জোরে জুতো ঘষার আওয়াজ শোনা যাবে। একটু পরে অধ্যাপক ঘুরে দাঁড়াতে জুতো ঘষার আওয়াজ থেমে যাবে। গুঞ্জন চলবে)

অধ্যাপকঃ আজ আমার প্রথম ক্লাস। মনে হয় একটা ছোট পরিচয় দিয়ে রাখা দরকার। কলকাতায়, তারপরে দিল্লিতে এবং বিদেশে আমি কেবল ভূগোল বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। এবং ভূগোল বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন তোমাদের থাকলে বলতে কোন বাধা নেই। আমি তোমাদের আপত্তি না থাকলে লেকচার মোডে বা বক্তৃতা দেবার মতো না করে বিষয়টি আলোচনার মতো করে পড়ব।

(একটি কন্ঠস্বর ভেসে এল "ঠিক আছে স্যার")

অধ্যাপকঃ আরও একটি কথা। ভূগোল বিষয় পড়বার সময় পুলিশের পাহারা দেবার কাজ আমি শিখিনি। ফলে অপরাধী কে তা আমি ধরতে পারবো না। এবং তার ফলে কে জুতোর আওয়াজ করলো, কার গলার আওয়াজ ইচ্ছে করে আমাদের আলোচনাতে অনর্থক অসুবিধে ঘটাচ্ছে তা আমি বলতে পারবো না। সুতরাং একজনের প্রাপ্য শাস্তি অন্য আরেকজন বা পুরো ক্লাস ভুলে পেতে পারে।

(গুঞ্জন একদম থেমে গিয়ে ক্লাস নিস্তব্ধ)

হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার। নাও লেটস্ প্রসিড অন মাইগ্রেশন। আমাদের কেউ বলবে মাইগ্রেসন বলতে কি বোঝায়?

অনিমেষঃ কেউ যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চিরদিনের জন্য চলে যায় তবে তা আমরা সেই চলে যাওয়াকে মাইগ্রেশন বা স্থানান্তর বলতে পারি।

অধ্যাপকঃ বেশ। আর কেউ? তবে তোমরা বসে বসে বোলো। দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই।

কাকলীঃ স্যার, আমাদের কলেজ থেকে মাইল পনেরো দূরে একটা বিশাল বিল আছে। শীতের সময় ওই বিলে প্রচুর পাখী আসে। ওদের মাইগ্রেটরি বার্ড বলা হয়।

(ক্লাসশুদ্ধ সবাই হেসে উঠবে)

অধ্যাপকঃ ঠিক, তবে ওরা আসে কেন? আর এসে চলেই বা যায় কেন?

অনিমেষঃ যেখানে ওদের বাস, সাইবেরিয়া অঞ্চলে, সেখানে প্রচণ্ড শীত। তাই আসে এখানে। অনুকূল আবহাওয়াতে ডিম পাড়ে, বাচ্চা বড় হয়। সাইবেরিয়া অঞ্চলে ততদিনে আবহাওয়া অনুকূল হয়, তাই ফিরে যায়।

অধ্যাপকঃ তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে পাখীদের সাইবেরিয়া অঞ্চলে শীত বা বলা যায় আবহাওয়া ঠেলে পাঠাচ্ছে, আমাদের আবহাওয়া টেনে আনছে। তিন চার মাস পরে আমাদের আবহাওয়া ঠেলে পাঠাচ্ছে, সাইবেরিয়া অঞ্চলের আবহাওয়া তখন টেনে নিচ্ছে। এটাই আমি লিখেছি পুশ এন্ড পুল।

অনিমেষঃ স্থানান্তর তাহলে চিরদিনের জন্য নাও হতে পারে।

অধ্যাপকঃ আবার চিরদিনের জন্যও হতে পারে। এমন কি ঋতুভিত্তিকও হতে পারে। এই স্থানান্তর কোন এক বা একাধিক দেশের অভ্যন্তরে হতে পারে আবার এক দেশ থেকে আরেক দেশেও অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরেও হতে পারে।

কাকলীঃ পাখীদের আসা যাওয়া আন্তর্জাতিক স্তরের স্থানান্তর স্যার?

অধ্যাপকঃ বলতে পারো। দেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তরের ঘটনা কিন্তু দেশের অভ্যন্তরের রাজ্য বা প্রদেশের মধ্যে হতে পারে, এমন কি একটি রাজ্য বা প্রদেশের জেলাগুলোর মধ্যে হতেও বাধা নেই। (সবাই চুপ দেখে) কি সবাই চুপ কেন? খুব কঠিন কিছু তো বলি নি। ঠিক আছে এখানে দেশ বলতে ধরে নিই ভারত আর রাজ্য বলতে পশ্চিমবঙ্গ। এবার ভাবা যাক।

বিশাখাঃ স্যার, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু সোনার কারিগর মুম্বাই সুরাট ও অন্যান্য অন্য রাজ্যে যায়। একদম চলে যায় না। ফিরে আসে। রোজগারের জন্য যায়।

অনিমেষঃ স্যার, আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে অনেক রাজমিস্ত্রি পশ্চিম আর উত্তর ভারতে যায়। এরাও রোজগারের জন্য যায়। একদম চলে যায় না।

অধ্যাপকঃ চমৎকার। এবার পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে?

বিশাখাঃ (উত্তেজিত স্বরে) বলছি, বলছি স্যার। আমাদের সুন্দরবন এলাকা থেকে আয়লার পর বহু গরীব মানুষ কারখানাতে দিন মজুরের কাজ নিয়ে তামিলনাদু (এখানে থতমত খেয়ে একটু থেমে) না স্যার, এটা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের উদাহরণ হবে। (আবার উত্তেজিত স্বরে) মনে পড়েছে স্যার। আমাদের সুন্দরবন এলাকা থেকে বহু মানুষ স্কুলে কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেয়ে অন্য জেলার শহরে স্থানান্তরিত হয়েছেন স্বেচ্ছায়।

অধ্যাপকঃ মানুষ যখন গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে চলে যায় তাঁদের সেই চিরতরের জন্য চলে যাওয়াকেও মাইগ্রেসন বলা যায়। এর ফলে দুটো ঘটনা ঘটে, এক শহরের আয়তনে বৃদ্ধি ঘটে শহর বড় হয়। দুই, শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পায়।

বিশাখাঃ এটা ঠিক স্যার।

অধ্যাপকঃ এবার তাহলে এইভাবে বলা যাক, মাইগ্রেশন বলতে আমরা বুঝি এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি এক স্থান স্থায়ী ভাবে পরিত্যাগ করে অন্য স্থানে চলে যায় তবে তা আমরা সেই চলে যাওয়াকে মাইগ্রেশন বা স্থানান্তর বলতে পারি। তো এই চলে যাবার কারণ কি? দুর্ভিক্ষ, সামাজিক বিবাদ, রাজনৈতিক উথালপাথাল, অর্থনৈতিক কষ্ট, পরিবেশের অবনতি, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহের কারণেও স্থানান্তর ঘটতে পারে।

অনিমেষঃ অনেক নতুন কথা এসে গেল স্যার। দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক উথালপাথাল, অর্থনৈতিক কষ্ট, যুদ্ধবিগ্রহ।

অধ্যাপকঃ স্থানান্তর অকারণে ঘটে না। এমনটি নয় যে বিনা কারণে একদল মানুষ হঠাৎ এক জায়গা থেকে অন্য কোন একটি জায়গায় চলে গেল। এক বা একাধিক কারণ বা কোন একটা পরিস্থিতি ঠেলে অন্য নতুন জায়গাতে যেতে বাধ্য করে। অথবা নতুন কোন দেশ বা শহর তাঁদের সামনে কোন একটা আশার

সম্ভাবনা দেখায়। বিশ্বে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন শহরের মধ্যে ভারতের ১১টি শহর। আসানসোল তাঁর মধ্যে একটি। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৪% বর্তমানে শহরে বাস করে। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে সেটা বেড়ে ৬৬% হতে পারে।

(একটু থেমে)

অধ্যাপকঃ আন্তর্জাতিক স্তরের স্থানান্তরের সবচাইতে বড় উদাহরণ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিক। ওই সময় পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকাতে আখ ও তামাক চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়। সেই শ্রমিক-চাহিদা পূরণের জন্য দাস ব্যবসার সুরু। আফ্রিকা থেকে লক্ষ লক্ষ কালো মানুষদের দাস হিসেবে ধরে এনে শ্রমিক-চাহিদা মেটানো হয়।

অনিমেষঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজে বসবাসকারী কালো মানুষেরা স্যার কি সেই দাস হিসেবে ধরে আনা মানুষদের উত্তর পুরুষ।

অধ্যাপকঃ হ্যাঁ, অনেকেই। রাজনৈতিক উথালপাথালের আরও একটি উদাহরণ শ্রীলঙ্কাতে তামিল অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে অসামরিক তামিল নাগরিকদের যুদ্ধের অজুহাতে সড়িয়ে জঘন্য আতঙ্কজনক পরিবেশে আটকে রাখা।

(হঠাৎ কাকলী নামে ছাত্রীটি উঠে দাঁড়ায়)

কাকলীঃ (বেশ আবেগ, খানিকটা উত্তেজিত স্বরে) স্যার, স্থানান্তর কাকে বলে আমি বুঝতে পারছি। আমি স্থানান্তরিত পরিবারের মেয়ে। বাংলাদেশে আমার বাবার ঠাকুরদা খুন হন। উনিশশো একাত্তরের জুলাই মাসে। শুনেছি বাবার বয়স তখন আট-নয় বছর হবে। আমার ঠাকুরদা তাঁর বৌ, মানে আমার ঠাকুমা, দুই ছেলে, এক মেয়েকে নিয়ে গোপালগঞ্জ থেকে বার হয়ে আসেন আট দিনের দিন। হয়ত আসতেন না।

(কাকলী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে)

অধ্যাপকঃ (শান্তভাবে) তুমি আর কিছু বলবে ?

কাকলীঃ (এখন অনেক শান্ত) হ্যাঁ স্যার গোপালগঞ্জ নাকি খুব সুন্দর একটা ছোট্ট শহর মধুমতী নদীর পারে। আর পীরআলী খাল মধুমতী নদী থেকে বেরিয়ে শহরের পুব দিক দিয়ে বয়ে যেত। স্যার ওই পীরআলীর পারেই নাকি আমাদের বাড়ি ছিল। ঠাকুরদা হয়ত আসতেন না। আসতে হোল। তিন দিন পরে, একই রকম রাতে, রাজাকাররা ঠাকুরদার মাকেও খুন করে গেল। এসেছিল আমার ঠাকুরদার জন্য। ছেলেকে বাঁচাতে মা দরজা আটকে দাঁড়ান। যা হবার তাই হোল স্যার।

(কাকলী এখন নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। তাও একটু থামে)

অধ্যাপকঃ (শান্তভাবে) তুমি এবার বোসো। (অন্যদের বলেন) ওকে একটু জল দাও।

(কাকলী এখন অনেক শান্ত। এক ঢোঁক জল খাবার সময় পরে)

কাকলীঃ শুনেছি ঠাকুরদা তাঁর বৌ, মানে আমার ঠাকুমা, দুই ছেলে, এক মেয়েকে নিয়ে গোপালগঞ্জ থেকে বার হয়ে আসেন আট দিনের দিন রাতে। সঙ্গে তাঁর বন্ধু মনসুর মেহেদী। প্রথমে খুলনা, তারপর

সাতক্ষীরা। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে নাকি লোক পথে। হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল। সবার মুখে এক কথা ইন্ডিয়া চল। এপারে ভোমরা না ঘোজাডাঙ্গা কি একটা জায়গা। মনসুর মেহেদী সাতক্ষীরা থেকে ফিরে যান। একটা সুখি পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে গেল।

অধ্যাপকঃ (শান্তভাবে) তারপর?

কাকলীঃ তারপর? তারপর আর কি স্যার। শুনেছি বিড়ালের ছানার মতো এখান থেকে ওখানে। এ জেলা থেকে ও জেলাতে। এখান থেকে দশ বারো কিলোমিটার দূরে মহুলাতে, অজ পাড়াগাঁয়ে, বাবা বাড়ি করেন। আমার জন্ম এখানে। এটাই বা কোন কোলকাতা শহর তখন? যা শুনেছি মহুলাতে আমাদের মোটামুটি মাইগ্রেশন শেষ। ঠাকুরদা বা ঠাকুমা দেখে যেতে পারেন নি। দুজনেই মহুলাতে চলে যান।

অধ্যাপকঃ মহুলা তখন, ধরা যাক আজ থেকে তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর আগে কেমন ছিল আর আজ কতটা তার পরিবর্তন হয়েছে? এই শহরেরই বা ওই সময়কালে কতটা পরিবর্তন হয়েছে? তার দুটো ছবি মনে করতে পারো? (অনিমেষের দিকে আঙ্গুল তুলে) ইয়েস, তুমি?

অনিমেষঃ স্যার, আমাদের এখানে চার পুরুষের বাস। আজ বুঝতে পারছি আমরা মাইগ্রেশনের উদাহরণ। স্থানীয় জমিদার মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে উড়িষ্যা থেকে আমার পূর্বপুরুষকে এখানে নিয়ে আসেন। আমার ছোটবেলাতেও যত বাড়িঘর ছিল, লোকজন ছিল, রাস্তাঘাট ছিল গত দশ বছরে তার চাইতে অনেক বেড়েছে। কত লোক বেড়েছে ! রাস্তায় হাঁটা যায় না। শুনেছি আগে সপ্তাহে দুদিন হাট বসতো। এখন শহরে তিনটে বাজার। রেল-বাজার তো আমিই হতে দেখেছি।

অধ্যাপকঃ আর কেউ বলতে পারো ?

বিশাখাঃ আমার ঠাকুরদা এখানে বাড়ী করেন। এখান থেকে ঠিক চব্বিশ মাইল দূরে জিরাকপুরে আমাদের পৈতৃক বাড়ী। মামাবাড়ীও ওই গ্রামে। মামা এখানকার সবচাইতে বড় পোলট্রি আর ডেয়ারি কোম্পানির ম্যানেজার। শুনেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরেপরেই ওই কোম্পানি খুলেছে।

অনিমেষঃ স্যার বলতে ভুলে গেছি। শহরে গত পনের-কুড়ি বছরে তিন তিনটে সিনেমা হল, ফুড কর্নারসহ দুটো বিশাল মল হয়েছে। (তারপর একটু থেমে) যে সিনেমা হলে আর মলে গেলে আপনি আমাদের বিশাখা, কাকলীদের দেখতে পাবেন।

(বিশাখা, কাকলী ও অন্যান্য মেয়েরা হৈ হৈ করে উঠবে)

বিশাখাঃ না স্যার, না স্যার, অনিমেষটা মিথ্যেবাদী।

কাকলীঃ স্যার তাঁর মানে অনিমেষও যায়। যায় ঘুর ঘুর করতে, দেখতে আমরা কে কে যাই।

(সব মেয়েরা হৈ হৈ করে উঠবে)

অধ্যাপকঃ (টেবিল চাপড়ে) সাইলেন্স, সাইলেন্স। ওয়েল সেড গার্লস। এখানে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে মাইগ্রেসন হয়েছে বলা যায়। এর ফলে খেয়াল করো দুটো ঘটনা ঘটেছে, এক শহরের আয়তনে বৃদ্ধি ঘটে শহর বড় হয়েছে। দুই, শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক কিনা ? তো, শহরের দ্রুততম গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ, একটু ভেবে দেখলে দেখব, উদ্বৃত্ত সম্পদ, শিল্পায়ন, বাণিজ্যকরণ, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এই বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ। তাছাড়া, এই শহরে অর্থনৈতিক আকর্ষণ বৃদ্ধি এবং শহরে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমোদপ্রমোদের সুযোগ বেড়েছে তা তোমরাই বলেছ।

অনিমেষঃ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কি স্যার মাইগ্রেসনের কোন সম্পর্ক আছে ? তা না হলে আমার নিজভূমে যদি খাবার থাকে, ভাল যাতায়াত ব্যবস্থা থাকে, শিক্ষার সুযোগ থাকে তবে আমি কেন স্থানান্তরের কথা ভাববো ?

অধ্যাপকঃ খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আর এগোবার আগে আমরা জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকটা একটু দেখে নিই। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ২০১৪ সালে ৭২৪ কোটি, ২০১৫ সালে ৭৩৩ কোটি ছিল। ২০১৭ সালে আশা করা যায় ৭৬০ কোটি হবে। অর্থাৎ দুই বছরে ৩৬ কোটি বেড়ে যাবে। (একটু থেমে থেমে বলবেন) জনসংখ্যার হিসেবে যারা এগিয়ে, তাঁদের মধ্যে ২০১৪ এবং ২০১৭, এই দুই বছরে চিন যথাক্রমে ১৩৯.৩৭ কোটি ও ১৪০.৯৫ কোটি। ভারত ১২৬.৭৪ কোটি ও ১৩৩.৯২ কোটি। বাংলাদেশ ১৫.৮৫ কোটি ও ১৬.৪৭ কোটি। (ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অস্থিরতা দেখে বলবেন) চিন্তা নেই, আমি আলাদা করে লিখিয়ে দেব। তাছাড়া তোমরা নিজেরাই ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যাবে। লাইব্রেরিয়ান লিপিকা ম্যাডামকে আমি বলে দেব তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। ঠিক আছে?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে, ঠিক আছে স্যার)

অধ্যাপকঃ তো এই বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থান, লেখাপড়ার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি সাথে সাথে বাড়াচ্ছ তো? ধরা গেল পশ্চিম ভারতে বাড়ল খুব। পূর্ব ভারতে বা দক্ষিণ ভারতে বাড়ল না সেই অনুপাতে। তখন পূর্ব বা দক্ষিণ ভারত থেকে স্থানান্তর হবে পশ্চিম ভারতে। ধরা গেল বাংলাদেশে বর্ধিত জনসংখ্যা দুবেলা ভাত পাচ্ছে না। মনে কর, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত জেলাগুলোতে। মানুষ বাঁচতে চাইবে। অনুপ্রবেশ ঘটবে।

কাকলীঃ স্যার, এই অঞ্চলে বহু বাংলাদেশী রাজমিস্ত্রি, দিন মজুর, বাড়িতে কাজের লোক আসে কাজের জন্য।

বিশাখাঃ কাজের মাসীরা আবার হিন্দু নাম বলে। স্বীকার করতে চায় না বাংলাদেশী মুসলমান। আমাদের বাড়ীতে ছিল স্যার শিউলী মাসী। রোজ সকালে রাস্তা থেকে কুড়ানো গোবর দিয়ে মস্ত উঠোন নিকিয়ে ঝকঝকে করতো।

অনিমেষঃ এবার থামবি ? হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে কথা। আর শুরু হোল গোবর দিয়ে উঠোন নিকানোর গল্প।

(একটু হাসির রোল)

বিশাখাঃ স্যার অনিমেষ -

অধ্যাপকঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা যদি কেবলমাত্র বাসস্থান ধরি ২০১৪ সালে প্রতি পাঁচজনের একটি পরিবার ধরলে কম করে পঁচিশ কোটি বাসযোগ্য বাসস্থান দরকার। আরেকটি হিসেব বলছে মোট জনসংখার প্রায় শতকরা তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ মানুষ বাস করেন খোলা আকাশের নিচে। বাঁশ, গাছের পাতা, চট, প্ল্যাস্টিক শিট প্রভৃতি দিয়ে তৈরি আশ্রয়ে। কি কেন্দ্রীয়, কি রাজ্যের, কোন সরকার, সমাজমুখী কোন পরিকল্পনা খাতে এই বিপুল সংখ্যক নিরাশ্রয় জনগোষ্ঠীর মাথার ওপরে একটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে অপারগ। বলছেন অর্থাভাবে।

(ক্লাস শেষের ঘন্টা বাজল। বিশাখার কন্ঠস্বর, এই অনিমেষ। কিছু কথা হবার সময় গেল। ওদিকে অধ্যাপক রুদ্র বইখাতাপত্র গুছিয়ে নিলেন।)

অধ্যাপকঃ আজ এই পর্যন্ত।

অনিমেষঃ স্যার, আপনাকে ক্লাসের সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আজকের পড়া আমরা খুব এনজয় করেছি।
অধ্যাপকঃ রিয়েলি ? পুলিশের পাহারা দিতে হবে না বলছ ? তোমাদেরও ধন্যবাদ।

(একটা হাসির রোল উঠবে।)

খণ্ড – তিন

[স্থানীয় থানা। ঘরে বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্টেশনমাস্টার ও অখিলেশ মহান্তি, থানার মেজবাবু। আর কেউ নেই]

অখিলেশঃ আপনাকে তো সবই বললাম মাস্টারমশাই। ব্যাপারটা মেটাতে আমরা আপনার সাহায্য চাই।
বীরেন্দ্রনাথঃ বড়বাবু ফোনে আমাকে কেবল বললেন, দরকারি কথা আছে, একটু আসবেন। আসলে দরকার আমাদের। পরমেশবাবু হঠাৎ ছুটিতে না গেলে আগেই আসতাম।
অখিলেশঃ আপনার দরকার কি সেটা আমি আবছা আবছা জেনেছি। বিট কনেস্টেবল জানিয়েছে। কিন্তু আমদের দরকারটা বড়বাবু আর আমি আপনাকে নিয়েই মেটাতে চাই। ঠিক আছে এবার আপনার সমস্যা শুনি।
বীরেন্দ্রনাথঃ আমাদের ছোট স্টেশন হোলেও গুডস্ লোড কম না। মাল গুদামে মাল ভালই জমে থাকে। সিকিউরিটি ব্যবস্থা মান্ধাতা আমলের। গুডস্ শেডের পেছনের পাঁচিল ভাঙ্গা।
অখিলেশঃ তো সারাবার ব্যবস্থা করুন।
বীরেন্দ্রনাথঃ সে মশাই কি আর করি নি। যতবার করি ততবার ভাঙ্গে। এবং ভাঙ্গে মানুষ। কাজ শেষ হবার সাত দিনের মধ্যে।
অখিলেশঃ সেকী !
বীরেন্দ্রনাথঃ তবে কি আর বলছি স্যার! পাঁচিলের ওদিকে তিরিশ ফুট অবধি রেলের জমি। সিমেন্টের খুঁটি পোঁতা আছে এখনো। তো ধরুন পাঁচিল ধরে সাত আটশো গজ আর ওদিকে তিরিশ ফুট, পুরোটা বাজার। সেটা ঘিরে আবার বস্তি। কে আর শহরে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ঘুরে আসবে। তাই পাঁচিল ভেঙ্গে শর্ট কাট।
অখিলেশঃ এ আপনার বস্তির লোকেদের কাজ। আবার ল এন্ড অর্ডারের ঝামেলা না হয় যেকোনো দিন।
বীরেন্দ্রনাথঃ হতেই পারে। তবে এরা বেশীর ভাগ গরীব খেটে খাওয়া মানুষ। মীরা নামে একটা মেয়ে আমার কোয়ার্টারে বছর দুই কাজ করেছিল। পরে জানা যায় আসল নাম মরিয়ম বিবি! বাংলাদেশী। পেটের দায়ে হিন্দু নাম নিয়েছিল। অবশ্য মরিয়ম বিবি হলেও আমাদের কোন অসুবিধে হতো না।
অখিলেশঃ আমাদের অসুবিধে মানে আইনি অসুবিধে সেটা তো বোঝেন স্যার। আইনে আমাদের হাত-পা বাঁধা। বিশেষত নতুন পরিস্থিতিতে। তবে এটা ঠিক কারো ভাত মারা আমাকে দিয়ে হবে না। আপনাকে মাস্টারমশাই যে কেসটার কথা বললাম বড়বাবুও চান না সেটা নিয়ে বেশী হৈ চৈ হোক। তাই আপনাকে ডাকা।
বীরেন্দ্রনাথঃ দেখুন কি হয়। তবে আমার কেসটার কিছু করতেই হবে। ওপর থেকে চাপ আছে। ডিভিশনাল ম্যানেজার এবার বলবেন তুমি ব্যাটা পাঁচিল ভাঙ্গছো অথবা ভাঙ্গাচ্ছো।
অখিলেশঃ বাংলাদেশী ঐ বস্তিতে দুএক ঘর থাকলেও থাকতে পারে। বেশীর ভাগ বিহার, উড়িষ্যার মজুর অনেকদিন আগে এসেছে মাইগ্রেট করে। কিছু আছে সুন্দরবনের, সেও আট ন বছর আগের আয়লা ভিকটিম।
বীরেন্দ্রনাথঃ বিহার বা উড়িষ্যা যেখান থেকেই এসে থাকো বাপু, পেটের ভাত জুটছিল না বলেই, অর্থনৈতিক কারনেই এসেছ। সুন্দরবন থেকে প্রকৃতির হাতে মার খেয়ে তবেই না এলে। বাংলাদেশ থেকেও তুমি

বেআইনি ভাবে এলেও সেই পেটের ভাত জুটছিল না বলেই, এসেছ। সব্বাই বাস্তু ছাড়তে বাধ্য হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসে রেল কোম্পানির পাঁচিল ভাঙ্গছো কোন আক্কেলে ?

অখিলেশঃ মাস্টারমশাই, বাজারের লোকেরাও এটাতে ইনভলভড় থাকতে পারে। এটা ভেবেছেন ?

বীরেন্দ্রনাথঃ পারে, থাকতেই পারে। আপনারা ভেবেচিন্তে কিছু একটা করুন। এবং সেটা ভিজিবল্ হবে। আমরা যাতে বলতে পারি পুলিশ কিছু একটা করেছে।

অখিলেশঃ দেখি বাজার সমিতির সাথে কথা বলি। একটা এ্যাওয়ারনেস্ ক্যাম্পেন করাব ওদের দিয়ে না হয়। আপনারা পাঁচিল সারাবার ব্যবস্থা করে ফেলুন। আর আপনি দেখুন আমাদের কাজটা যেন আজ প্ল্যান মাফিক হয়।

বীরেন্দ্রনাথঃ ভালো কথা আপনাকে আরেকটু ডিস্টার্ব করব।

অখিলেশঃ আবার কি ?

বীরেন্দ্রনাথঃ আর বলেন কেন ? একটু আগে বললাম না যে মীরা নামে একটা কাজের মেয়ের কথা? পরে জানা যায় তার আসল নাম মরিয়ম বিবি ? তো সে যে কোথায় চলে গেছে কেউ বলতে পারছে না। আজ সাবিত্রী বলে একটি এসেছে।

অখিলেশঃ একে পেলেন কিভাবে ? এ্যানটিসিডেন্ট কিছু জানেন বা খোঁজ করেছেন ?

বীরেন্দ্রনাথঃ বলল সুন্দরবনের সাতজেলিয়া দেশ। স্বামীর নাম কালী মণ্ডল। রিক্সা চালায় । রেলবস্তিতে থাকে। মহসীনভাই চেনেন।

অখিলেশঃ (একটু টেনে টেনে) ম হ সী ন ভা ই চেনেন ! (তারপরেই সামলে নিয়ে) ঠিক আছে আমি দেখছি । তবে কি জানেন মাস্টারমশাই পেট পেট । সবই ঐ পেটের ব্যাপার। জমি নেই জিরেত নেই, কাজ-কাম নেই। যেটুকু থাকে সেটুকু হয় কেউ লুটে নেয়, নয় ঝড়জলে খোওয়া যায় । (একটু মজা করে) আচ্ছা বলুন তো স্যার আমার পদবী কি ? মহান্তি । তো আপনি বাঙ্গালীদের মধ্যে কটা মহান্তি পাবেন ? পাবেন না । আমারা যে চার পুরুষ আগে মেদিনীপুর এলাম উড়িষ্যার বালেশ্বর থেকে ।

বীরেন্দ্রনাথঃ (আশ্চর্য হয়ে) তাই ! আপনার বাংলা শুনে তো বোঝা-ই যায় না !

অখিলেশঃ তো দাদু করলেন ব্যবসা, বাবা হোমিওপ্যাথি, আমি লেফট-রাইট, লেফট-রাইট আর চোর-ডাকাত নিয়ে কাজ । হিসেব মতো আমরাও মাইগ্রেটেড ।

(থানার ঘন্টায় একটা বাজবে)

অখিলেশঃ ওঃরে বাবা, কথায় কথায় একটা হয়ে গেল । এবার আপনি আসুন মাস্টারমশাই । আপনার অনেক দেরী করিয়ে দিলাম । আমাদের কাজটার কথা মনে রাখবেন ।

বীরেন্দ্রনাথঃ চিন্তা করবেন না । আমি তৈরি হোয়েই বেরিয়েছি । স্টেশনে যাব একবার। বিকেলের আপ এক্সপ্রেসটা পাস করিয়েই ফিরব আমি । ভাঙ্গা পাঁচিল আর সাবিত্রী একটু মনে রাখবেন ।

(রিক্সার, গাড়ির হর্ন, পথচারীদের কথাবার্তার মিলিত ধ্বনি শোনা যাবে ও মিলিয়ে যাবে)

খণ্ড – চার

[একই দিন। সন্ধ্যাবেলা, স্টেশনমাস্টার বীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র রেল কোয়ার্টার। পুত্র অংশুমান। কলেজের নবীনবরণ উৎসবে আবৃত্তি করবে, তাই অনুশীলন করছে। বীরেন্দ্রনাথ রেলস্টেশন থেকে ফিরছেন।]

(অংশুমান আবৃত্তি অনুশীলন করছে। নেপথ্যে উপযুক্ত সুর)

কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায় ? / তা জানিনা । যেখানে যাচ্ছি সেখানে আছে কি ? / সব আছে । অনেক আছে, অঢেল আছে - / কত আশা কত বাসা কত হাসি কত গান / কত জন কত জায়গা কত জেল্লা কত জমক / চারধারে কী দেখছিস? ছেলেকে ঠেলা দিল ভূষণ – / জলা-জংলার দেশ, দেখবার আছে কী ? / আসল জিনিস দেখবি তো চল ওপারে, / আমাদের নিজের দেশে, নতুন দেশে, / নতুন দেশের নতুন জিনিস – মানুষ নয়, জিনিস- / নতুন জিনিসের নতুন নাম – উদ্বাস্তু।

(কলিং বেল বাজবে)

কৃষ্ণাঃ (ভেতর বাড়ি থেকে) অংশু দেখ তো কে। তোর বাবা এলো বোধ হয়।

(দরজা খোলার শব্দ। বীরেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

বীরেন্দ্রনাথঃ এই প্যাকেটটা তোর মাকে দে। পাঁপড় আছে । বলবি মহসীনভাই আসবেন । কেবল চা-পাঁপড় খাবেন বলেছেন। (অংশু চলে যাচ্ছিল) শোন মাকে বলবি থানা-অফিসার অখিলেশবাবুও আসবেন। একটু খাবার জল - (সাবিত্রী জলের গ্লাস হাতে ঢুকছে দেখে থেমে যাবে)

সাবিত্রীঃ দাদা জল ।

বীরেন্দ্রনাথঃ একী তুমি বাড়ী যাও নি ? অন্ধকার হয়ে গেছে !

সাবিত্রীঃ (গলা নিচু করে) এই যাব । দিদি বললেন মহসীনভাই আসবেন । উনি নাকি এলেই আলুর চপ খেতে চান। তাই আলু সেদ্ধ করে আর দুয়েকটা মশলা বেঁটে দিতে বললেন।

(কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণাঃ ঠিক আছে সাবিত্রী, তুই যা । আলুগুলো ছাড়িয়ে রাখ, বেশী না দুটো কাঁচা লঙ্কা কুঁচি করে রাখগে । আমি আসছি । আর শোন্ । (বীরেন্দ্রনাথকে) তোমাকে টিফিন দিই চায়ের সাথে ?

বীরেন্দ্রনাথঃ (জল খেয়ে) না, না, শুধু চা । কিন্তু তুমি –

কৃষ্ণাঃ (বীরেন্দ্রনাথকে থামিয়ে দিয়ে) বলছি। বলছি । (সাবিত্রীকে) তুই যা আলুগুলো ছাড়িয়ে রাখ, আমি আসছি । (সাবিত্রী চলে যাবার পরে একটু সময় নিয়ে) সাবিত্রীকে আমি আটকে রেখেছি মহসীনভাইর সামনে মোকাবিলা করবার জন্য ।

বীরেন্দ্রনাথঃ (খুশি খুশি, কিন্তু অবাক হয়ে) আরে ব্বাস্ ! এ যে পুরো গোয়েন্দা হয়ে গেলে !

কৃষ্ণাঃ কেন, কেন, তুমি ভাবো একমাত্র পুরুষ গোয়েন্দা হয়, মেয়ে গোয়েন্দা হতে পারে না ?

(রিক্সার হর্ন, একটু পরে কলিং বেল বাজবে)

বীরেন্দ্রনাথঃ এই যে মহসীনভাই বোধ হয় এলেন । আমি দেখছি ।

(দরজা খোলার শব্দ। মহসীন খান-এর প্রবেশ)

বীরেন্দ্রনাথঃ আসুন মহসীনভাই । আপনার কথাই হচ্ছিল ।

মহসীনঃ আমার কথা ? (কৃষ্ণাকে) নমস্কার দিদিভাই । তা কি কথা হচ্ছিল শুনি ?

কৃষ্ণাঃ শুনুন না, ও পাঁপড় এনে বলল, মহসীনভাই শুধু চা-পাঁপড় খাবেন বলেছেন । সকালে বলে নি । এদিকে আমি আপনার জন্য আলুর চপ বানাচ্ছি ।

মহসীনঃ ঠিক করেছেন দিদিভাই । চা, পাঁপড়, আলুর চপ সব খাবো ।

কৃষ্ণাঃ শুনুন না, আপনার মাস্টারবাবু এখন আবার বলল থানা থেকে অখিলেশবাবুও আসবেন।

মহসীনঃ অ-অখিলেশবাবু ? তাই বীরেনবাবু ?

বীরেন্দ্রনাথঃ আরে সে আর বলবেন না । মাল গুদামের পাশের পাঁচিল বারবার কে বা কারা ভাঙছে । একটু পুলিশ প্রটেকশনের ব্যবস্থা করতে –

(জিপ গাড়ির হর্ন, একটু পরে কলিং বেল বাজবে)

বীরেন্দ্রনাথঃ অখিলেশবাবু এলেন মনে হয় । আমি দেখছি ।

কৃষ্ণাঃ তুমি বোসো । অংশু খুলছে ।

(দরজা খোলার শব্দ। অখিলেশবাবুর প্রবেশ)

বীরেন্দ্রনাথঃ আসুন, আসুন । বসুন অখিলেশবাবু । আসবার সময় দেখলাম বাজারের দিকে আপনাদের জিপ ।

অখিলেশঃ হ্যাঁ, একবার বাজার সমিতির সাথে কথা বলে এলাম । বলল, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমাকে জানাবে । (কৃষ্ণা ও মহসীন খানের দিকে চেয়ে) নমস্কার ম্যাডাম । নমস্কার খানসাহেব । সব ঠিকঠাক চলছে তো ?

মহসীনঃ আপনাদের মেহেরবানী স্যার ।

কৃষ্ণাঃ আপনারা কথা বলুন । আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি । (প্রস্থান)

মহসীনঃ (একটু গলা তুলে) দিদিভাই সাথে প্রথমে পাঁপড়, পরে আলুচপ ।

অখিলেশঃ ফাস্ কেলাস্ । তো পাঁপড় আলুচপে আমি আছি তো ?

(সবাই হেসে উঠবেন । অখিলেশবাবুর মোবাইল বাজবে।)

অখিলেশঃ এক মিনিট । (মোবাইল কানে) বলছি – কাল বেলা এগারটা – ঠিক আছে ?

(মোবাইল টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে)

অখিলেশঃ এই এক চাকরী আর এই এক যন্ত্র । একটুকু একা থাকা অসম্ভব ।

(চা-পাঁপড়ের ট্রে হাতে সাবিত্রী, সাথে কৃষ্ণার প্রবেশ)

মহসীনঃ কি রে সাবিত্রী বাড়ী, কাজ পছন্দ হোল ?

কৃষ্ণাঃ সাবিত্রী, তুই তেল চাপা, আমি আসছি ।

(খালি ট্রে হাতে সাবিত্রীর প্রস্থান)

মহসীনঃ স্যার, সুন্দরবনের সাতজেলিয়া থেকে ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে এখানে । বাজারের কাছে বস্তিতে থাকে । স্বামী একটা আছে । যেমন থাকতে হয় । নইলে স্যার চিল-শকুনে ছিঁড়ে খাবে । আপনাকে আর কী বলব সবই তো বোঝেন, সবই তো জানেন স্যার । মাইগ্রেশন ।

অখিলেশঃ খানসাহেব, পুলিশের উর্দি গায়ে মানে সমাজ চিনি না, মানুষের মানুষ আবার অমানুষ দুটো চেহারা দেখিনা তা নয় । ভিটেমাটি ছেড়ে কতটা অসহায় হলে মানুষ ভাসে বা ডোবে দেখেছি জনাব । কিন্তু এটা মানবেন আইনে আমাদের হাত-পা বাঁধা। অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও আমরা কিছু করতে পারিনা।

মহসীনঃ অবশ্যই মানি । আপনার এ ব্যাপারে দুর্নাম আছে ।

অখিলেশঃ দুর্নাম আছে ! (হো হো করে হাসবেন) তা আমি কেন আমার বসও জানেন । সেদিন সার্কেল ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, হাসতে হাসতেই বললেন, মহান্তি নিজের চাকরীটা তো খাবেই, আমাদেরটাও খাবে ।

বীরেন্দ্রনাথঃ মাইগ্রেশন আর বেআইনী, কথা দুটো যখন উঠলই তখন আপনাদের কাছে জানতে চাই এই রোহিঙ্গা ব্যাপারটা ঠিক কি ?

অখিলেশঃ আমাদের কাছে যেটুকু খবর আছে তা মোটামুটি হোল মায়নামার আর রোহিঙ্গাদের মধ্যে যা ঘটছে সেটা

সামাজিক বিবাদ ও রাজনৈতিক দুটোই এই আন্তর্জাতিক স্তরের মাইগ্রেশনের পেছনে। কেন্দ্রীয় ও আমাদের রাজ্য সরকার এবিষয়ে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু !

বীরেন্দ্রনাথঃ সে আমরা খবরের কাগজে দেখেছি ।

(মহসীন, একটু উত্তেজিত স্বরে)

মহসীনঃ রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আমি আপনাদের বলতে পারবো । (একটু থেমে) কারণ, কারণ আমি রোহিঙ্গা ।

(একটি ক্রাশ মিউজিক, অল্প মাত্রায়)

অখিলেশঃ ইন্টারেস্টিং ! বলুন ।

মহসীনঃ আমি রোহিঙ্গা, কিন্তু সম্পূর্ণ আইন মোতাবেক ভারতের সুনাগরিক । চল্লিশ বছর ধরে । আগে বলি গোঁড়ার কথা । মায়নামার বা বার্মার সীমান্ত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ডিভিশন, ভারত ও আরও কটা রাষ্ট্র দিয়ে ঘেরা। এর অন্যতম রাজ্য রাখাইন, আগের নাম আরাকান। এই রাজ্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলমানরা রোহিঙ্গা ।

অখিলেশঃ তারপর ?

মহসীনঃ যেটুকু শুনেছি চতুর্থ শতাব্দী থেকে আরব ব্যবসায়ীরা আরাকান রাজ্যে ব্যবসার কারণে আসা সুরু করেন । রোহিঙ্গারা তাঁদের উত্তরপুরুষ। এই দাবী মানেন নি অনেক ঐতিহাসিক। একদিকে সংখ্যালঘু মুসলমান, অন্য দিকে স্থানীয় বৌদ্ধরা । এই দুই জনগোষ্ঠীর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বিবাদের মূল কারণ।

(চা-পাঁপড় আলুর চপ সহ ট্রে হাতে সাবিত্রী, সাথে কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণাঃ কি আপনারা বিবাদ বিবাদ করছেন । আগে গরম গরম এগুলোর বিবাদ মেটান ।

বীরেন্দ্রনাথঃ নিন মহসীনভাই, আপনিও নিন স্যার । ঠান্ডা হয়ে যাবে ।

(খালি ট্রে হাতে সাবিত্রী, কৃষ্ণা বার হয়ে যাবে)

মহসীনঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোহিঙ্গারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে । সর্ত তাঁদের আলাদা একটি মুসলিম রাষ্ট্রের মারিয়াদা দেওয়া হবে। অন্যদিকে রাখাইন বৌদ্ধরা জাপানকে সাহায্য করে। ১৯৪৮ সালে মায়নামারের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম। কেন্দ্রীয় সরকারে গুনতিতে বৌদ্ধরা বেশী। মুসলমান ও বৌদ্ধ এক প্রকান্ড মারামারিতে জড়িয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঘর বেসাহারা হয়ে গেল। কাছাকাছি দেশ হিসেব করলো এই উদ্বাস্তু লোককে জায়গা দিলে লাভ হবে না ক্ষতি হবে। পণ্ডিতেরা কেউ বলল এটা রাজনৈতিক মাইগ্রেসন, তো কেউ বলল এটা সামাজিক মাইগ্রেসন।

অখিলেশঃ এর মাঝে আপনার অবস্থান কোথায় ?

মহসীনঃ আমরা বাংলাদেশের নাগরিক, বলা ভালো পূর্ব পাকিস্থানের নাগরিক, চার পুরুষেরও আগের সময় থেকে। আরাকান থেকে রেঙ্গুন, সেখান থেকে আমরা কক্সবাজারে । শুনেছি নাইনটিন টুয়েন্টিফাইবে । তের কি চোদ্দ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা নেতাদের দলের সাথে এপারে এলাম । মুক্তিযুদ্ধে যাব । আর ফেরা হয় নি । থানায় রিপোর্ট করলাম, ভবানী ভবন, রাইটার্স বিল্ডিং ঘুরলাম অনেক । অনেক কাঠখড় পুড়ল । বাংলাদেশের এক আর এদিকের দুই নেতা খুব সাহায্য করলেন। আইনত ইন্ডিয়ান সিটিজেন হলাম একদিন । লেখাপড়ার দিকে গেলাম । একটা এতিমখানায় ছিলাম । ইস্কুলের পর ব্যবসা করা সুরু । তারপর অনেক দিন গেল । শাদী করলাম, এখানে এলাম । সসুরাল এখানেই । ব্যস ।

বীরেন্দ্রনাথঃ আপনি কী সুন্দর ভাবে অল্প কথায় বোঝালেন মহসীনভাই অনেক মাস্টার পারবে না।

মহসীনঃ আমার নসীব, আপনাদের বোঝাতে পারলাম । জীবন আমাকে শিখিয়েছে মানুষকে ভালবাসলে কেউ মারতে পারবে না । ভালো কথা স্যার, আমার কাছে সব ডকুমেন্ট আছে । দেখতে চাইলে বলবেন আমি থানায় গিয়ে সব দেখিয়ে আনব ।

অখিলেশঃ থ্যাংকস্ খানসাহেব, কাগজপত্র নিয়ে কাল বাদ দিয়ে পরশু আসুন। আপনার স্টেটমেন্ট আমার মোবাইলে রেকর্ডেড রইল । একটা রিপোর্ট লিখে ফাইল ক্লোজ করে দেব । আর মাস্টারমশাই সাবিত্রীর স্বামীর সাথে যোগাযোগ হয়েছে । খানসাহেবের খবর ঠিক । আপনি ও ম্যাডাম নিশ্চিন্ত থাকুন । (একটু থেমে) খানসাহেব মাস্টারমশাই, আপনাদের দুজনকেই বলছি। উর্দিটা আমার চাকরির জন্য । আমি ঘুস যেমন খাইনা, পরের সুখও তেমনি খাইনা । (উঠে দাঁড়িয়ে) আভি ইজাজৎ দিজিয়ে । হম দোনো চলে । চলুন খানসাহেব, আপনাকে দোকানে নামিয়ে দিয়ে যাব ।

মহসীনঃ পুলিশের জিপে ? লোকে মন্দ বলবে নাতো ! (হো হো করে হেসে উঠবেন) সে আর কী করা যাবে । চলি বীরেনবাবু, দিদিভাইকে সালাম দেবেন ।

(অখিলেশ ও মহসীন বেরিয়ে গেলেন। দরজা দেবার ও জিপ স্টার্ট দেবার শব্দ । মিলিয়ে গেল, একটা সুর তৈরি হোল এবং চলতে থাকবে)

অংশুমানঃ (আবৃত্তি অনুশীলন করছে)

ওরা কারা চলেছে আমাদের আগে আগে – ওরা কারা? / ওরাও উদ্বাস্তু। / কত ওরা মারের পাহাড় ডিঙিয়ে গিয়েছে / পেরিয়ে গিয়েছে কত কষ্টক্লেশের সমুদ্র, / তারপর পথে-পথে কত মিছিল করেছে / পায়ে পায়ে রক্ত ঝরিয়ে – / কিন্তু ক্লান্ত যাত্রার শেষ পরিচ্ছেদে এসে / ছেড়াখোঁড়া খুবলে-নেওয়া মানচিত্রে / যেই দেখতে পেল আলো-ঝলমল ইন্দ্রপুরীর ইশারা, / ছুটল দিশেহারা হয়ে / এত দিনের পরিশ্রমের বেতন নিতে / ঠেস দিতে বিস্ফারিত উপশমের তাকিয়ায়। / হ্যাঁ, ওরাও উদ্বাস্তু। / কেউ উৎখাত ভিটেমাটি থেকে / কেউ উৎখাত আদর্শ থেকে।

(সুর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে।)

(সমাপ্ত)